২০-০২-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নর থেকে নারায়ণ হতে পারফেক্ট ব্রাহ্মণ হও, প্রকৃত ব্রাহ্মণ হল সে যার মধ্যে কোনো বিকার রূপী শত্রু নেই "

প্রশ্নঃ- বাবার রিগার্ড কোন্ বাচ্চাদের প্রাপ্ত হয়? বিচক্ষণ হয় কারা ?

উত্তর :- বাবার রিগার্ড সেই বাচ্চাদের প্রাপ্ত হয় যারা যজ্ঞের প্রতিটি কার্য দায়িত্বের সঙ্গে নিস্পাদন করে। কখনও গাফিলতি করেনা। পবিত্র করার দায়িত্ব বুঝে এই সেবায় ব্যস্ত থাকে। চলন খুব রয়্যাল হয় , কখনও নাম বদনাম করেনা। অলরাউন্ডার হয়। বিচক্ষণ হয় তারা যারা পুরোপুরি পাস করার চেষ্টা করে। কখনও দুঃখ দেয় না। কোনো উল্টো কর্ম করেনা ।

গান: আজ না হলে কাল বর্ষিবে ....।

ওমশান্তি। বাচ্চাদের এইরকম ডাইরেকশন কে দিচ্ছেন ? বেহদের বাবা, যাঁকে বাচ্চ এত পিতাব্রত হয়ে স্মরণ করেনা। বাবা বলেন বাচ্চারা এবারে ফিরে যেতে হবে। বাচ্চা কাদের বলা হয় ? যারা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী হয় তাদের বাবা বাচ্চা বলবেন কারণ তারা-ই বাবার সন্তান হয়েছে। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যখন নতুন সৃষ্টির রচনা করতে হবে তখন পুরানো সৃষ্টির আত্মাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। এখন তোমরা বাচ্চারা পিতা এবং পিতার নিবাস স্থান অর্থাৎ পরমধামকে জেনেছ। নিশ্চয়ই এমন আছে যে কেউ তো বাবাকে ভালো রীতি স্মরণ করে। শ্রীমৎ অনুসারে চলে , কেউ দেহ অভিমানের জন্যে স্মরণ করেনা। পবিত্রও থাকেনা। ব্রাহ্মণ হল ঈশ্বরীয় সন্তান , ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। গায়ন আছে রচয়িতা হলেন বাবা তাইনা। ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা সন্তান রচনা করেন। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বরাবর আমরা ঈশ্বরের সন্তান ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ হয়েছি। ব্রাহ্মণ তাদের বলা হয় যারা পবিত্র থাকে। সবকিছুই নির্ভর করছে পবিত্রতার উপর। এই দুনিয়াকে বলা হয় অপবিত্র পতিত দুনিয়া। মানুষ মাত্রেই যারা হল পতিত, তারা পবিত্র কথাটির অর্থ বোঝেনা। কলিযুগ হল পতিত দুনিয়া, সত্যযুগ হল পবিত্র দুনিয়া -- এইসব কেউ জানেনা। অনেকে তো বলে দেয় সত্যযুগ ত্রেতা যুগেও পতিত মানুষ আছে। সীতা চুরি হয়েছে ..... এই হল পবিত্র দুনিয়ার গ্লানি করা। যেমন দৃষ্টি , তেমনই সৃষ্টি দৃশ্যমান হয়। পবিত্র দুনিয়ায় যদি পতিত থাকে তবে কি বাবা পতিত দুনিয়া রচনা করেন ? বাবা তো পবিত্র দুনিয়া-ই স্থাপন করেন। গায়নও আছে পতিত পাবন আসুন , এই সৃষ্টিকে , বিশেষ ভাবে ভারতকে পবিত্র করুন। এই ব্রহ্মাকুমার কুমারী নাম তাদের দেওয়া হয় যারা পবিত্র থাকে। পতিতদের ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বা বী. কে. বলা যাবেনা। তারা হয় কুখ বংশাবলী (দৈহিক নিয়মে জন্ম গ্রহণ করে যারা)। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। ব্রহ্মা কুখ বংশাবলী তো বলা হয়না। তারা হল পতিত। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছ এইজন্যই যাতে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হও। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী অথবা ব্রহ্মাকুমার কুমারী স্বরূপ ধারণ করার পরেও যদি পতিত হয় বা বিকারগ্রস্ত হয় তো সে বী. কে. নয়। ব্রাহ্মণ কখনও বিকারগ্রস্ত হয়না। বিকারগ্রস্ত দের শুদ্র বলা হয়। ঈশ্বরীয় সন্তান এইজন্যই হয় যাতে ঈশ্বরের কাছে আমরা রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করতে পারি। রাজত্বের বর্সা প্রাপ্ত করতে পুরুষার্থ করা উচিত। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে আমরা নর থেকে নারায়ণ হই।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে নম্বরওয়ান হল কাম বিকার। সেকেন্ড নম্বরে হল ক্রোধ। ক্রোধ ইত্যাদির ভূত ভিতরে থাকলে সেই আত্মা সম্পূর্ণ বর্সা প্রাপ্তির যোগ্য হয়না। বলা হয় এই আত্মা তো কাম বিকার বা ক্রোধের বশে বশীভূত হয়েছে। বাবাকে স্মরণ না করার দরুন রাবণের বশে বশীভূত হয়ে যায়। এমন ক্রোধী বা কামী আত্মা নর থেকে নারায়ণ পদ প্রাপ্ত করতে পারেনা। এখানে চাই পারফেক্ট ব্রাহ্মণ। বাবা বোঝান প্রথম নম্বরের ভূত হল দেহ-অভিমান। যদি দেহি -অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করা হয় তবে বাবাও সাহায্য করেন। যে যত স্মরণ করে সে তত সাহায্য প্রাপ্ত করে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হল সে যার বিকার রূপী শত্রু থাকেনা। মুখ্য দেহ-অভিমানের কারণে অন্য অন্য শত্রুদের আগমন হয়। এই ভারত শিবালয় ছিল তখন দুঃখের কোনো কথা ছিল না। এইসব মানুষদের জানা নেই। তারা বলে দেয় মায়াও আছে , ঈশ্বরও আছে। আরে, ঈশ্বর নিজের সময়ে আসেন , মায়া নিজের সময়ে আসে। অর্ধকল্প হল ঈশ্বরীয় রাজ্য, অর্ধকল্প হল মায়ার রাজ্য। এইসব কথা শাস্ত্রে বোঝানো হয়নি। সেসব হল-ই ভক্তি মার্গ। জ্ঞানের সাগর হলেন একমাত্র বাবা , ওঁনাকে পতিত পাবন বলা হয়। যে বাবাকে স্মরণ করেনা তাদের দ্বারা পতিত কাজ হতেই থাকবে। তাদের ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বলা হবেনা। খুবই সূক্ষ্ম কথা কিনা। শিববাবা অর্থাৎ দাদুকে স্মরণ না করলে বর্সা প্রাপ্ত হবে কিভাবে। তবু তাদের এই পুরানো দুনিয়ার মিত্র আত্মীয় স্বজনদের কথাই স্মরণে আসে। ভালোভাবে বাবাকে স্মরণ করলে বাবাও সাহায্য করবেন। তোমরা কখনও মুরলী পড়ার সময়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড় তবে শিববাবা প্রবেশ করে মুরলী পড়ে দেবেন। বাচ্চারা জানতেও পারেনা যে শিববাবা এসে সাহায্য করেন। তারা ভাবে আজ আমরা মুরলী খুব ভালো পড়েছি। আরে আজ ভালো পড়েছ , গত কাল ভালো ভাবে মুরলী পড়েছিলে কি । না। তোমরা তো এও জানতে পারো না যে শিববাবা বলছেন , না, ব্রহ্মাবাবা বলছেন! শিববাবা বলেন -- বাচ্চারা , তোমরা হলে আমার ঈশ্বরীয় সন্তান, আমায় স্মরণ কর। এমন কথা আর কেউ বলতে পারেনা। আমি-ই এনার (ব্রহ্মাবাবার) মধ্যে প্রবেশ করে কথা বলতে পারি। আমি জ্ঞানের সাগর কিনা। তোমরা জ্ঞানী স্বরূপ আত্মায় পরিণত হচ্ছ। সুতরাং যে বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়ে থাকে বাবাও তাকে সাহায্য করেন। দেহ অভিমানী হবে যে সে কি আর স্মরণ করবে। বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। অহংকার যেন না হয় যে আমি মুরলী ভালো পড়েছি। না , ভাবা উচিত শিববাবা এসে মুরলী পড়েছেন। ক্ষণে ক্ষণে শিববাবাকে স্মরণ করা উচিত। অনেক বাচ্চারা আছে যারা পুরোপুরি স্মরণ করেনা ফলে তাদের কর্ম ভোগ নষ্ট হয়না। অসুখ করে। বিকর্ম বিনাশ হয়না।

বাচ্চাদের বাবার সঙ্গে যোগ করতে হবে । আমরা হলাম রাজ যোগী। বাবার কাছে রাজত্ব প্রাপ্ত করতে হবে। আমাদের নর থেকে নারায়ণ হতে হবে। মন থেকে বুঝতে হবে আমি যেন সূর্যবংশী হওয়ার যোগ্য হতে পারি। এমন নয় প্রথমে দাস দাসী হয়ে পরে রাজত্ব লাভ হবে। বাবাকে স্মরণ করলে বাবার সাহায্য প্রাপ্ত হবে। নাহলে একটু আধটু পাপ বা ক্ষতি হবে। সেসব খুব দুঃখ দেয়। লক্ষ্মী নারায়ণ হলেন সুখদায়ী তাইনা। বিচক্ষণ বাচ্চারা চেষ্টা করবে ফুল বা পুরোপুরি পাস করার। এমন হবেনা যে যা পেলাম সেটাই ঠিক আছে। প্রতিটি কথায় অলরাউন্ড পুরুষার্থ করতে হবে। এমনও যেন না হয় যে এই কাজটি অমুকের , সে করবে আমি কেন করব , বাবা অলরাউন্ড কাজ করতেন তাইনা। বাচ্চাদের চলন ঠিক না থাকলে নাম বদনাম করায়। বাবা বলেন আমার আপন হয়ে উল্টো কাজ করলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। এমন ভেবোনা যে ব্রহ্মাবাবা আমাদের ডাইরেক্সন দিচ্ছেন। শিববাবা যেন স্মরণে থাকে।

বাচ্চাদের বোঝা উচিত দুনিয়াকে পবিত্র করার দায়িত্ব মাথার উপরে। আমরাই হলাম রেস্পনসিবল। ভারতকে পবিত্র করার দায়িত্ব কিন্তু বিশাল দায়িত্ব। যজ্ঞের প্রতিটি কার্য দায়িত্ববান হয়ে করতে হবে। কোনোরকম গাফিলতি যেন না হয় তবেই বাবা রিগার্ড দেবেন। নাহলে ধর্মরাজ এমন সাজা দেবেন যে কারাগৃহেও এমন সাজা কেউ ভোগ করেনি তাই বাবা বিনাশের পূর্বে সব বিকর্ম যোগের দ্বারা ভস্ম কর। নাহলে জন্ম জন্মান্তরের বিকর্মের সাজা ধর্মরাজপুরীতে ভোগ করতে হবে তাই গাফিলতি কোরো না। এই হল শেষ জন্ম। তারপরে তো যাবেই স্বর্গে। সাজা ভোগ করে প্রজা পদ প্রাপ্ত করাটা পুরুষার্থ নয় । সেই সময় ত্রাহি ত্রাহি করতে হবে। এইসব বাবা সাক্ষাৎকার করাবেন যে বার বার বোঝানো হয়েছিল , ব্রাহ্মণ হওয়া কোনো মাসীর বাড়ি নয়। ঈশ্বরের সন্তান হয়ে কোনোরকম বিকার গ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। তার মধ্যে কাম হল মহা শত্রু। যারা কাম বিকারের বশীভূত হয়ে পড়ে তাদের ব্রাহ্মণ বলা হবেনা। মায়া অস্থির করে দেবে কিন্তু তবুও কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো পাপ কর্ম করবেনা। আলাপ পরিচয় মেলা মেশা করার হালকা নেশা -- এও হল মায়ার নেশা। বাবা বুঝিয়েছেন এতেও পাপের বোঝা বাড়ে। তোমরা ব্যভিচারী হয়েছ। ঈশ্বরীয় সন্তানের এই কাম ক্রোধ ইত্যাদি বিকার থাকা উচিত নয়। সেসব হল অসুরী গুণ। অনেকেই ঈশ্বরের সন্তান হয়ে আবার মায়ার কাছে ফিরে গেছে। দেহ অভিমানের বশে বশীভূত হয়েছে। বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে তবেই বাবা রেস্পনসিবল থাকবেন। ব্রহ্মার মতামত গায়ন আছে। ব্রহ্মার মতানুযায়ী চললেও শিববাবা রেস্পনসিবল হবেন। তাহলে নিজের রেস্পন্সিবিলিটি বাবাকে দিয়ে দেওয়া উচিত। বাপ-দাদা , দুজনের মতামত বিখ্যাত । মাতা-র মতানুযায়ী চলা উচিত কারণ মাতা হলেন গুরু। সেই মাতা পিতা হলেন আলাদা। এই সময় মাতাকে গুরু রূপে স্বীকার করার নিয়ম প্রচলিত হয়।

তোমরা পুরুষার্থ করছ শিবালয়ে যাওয়ার জন্যে। সত্যযুগকে শিবালয় বলা হয়। পরমাত্মার একুরেট নাম হল শিব। শিব জয়ন্তীর গায়ন রয়েছে। শিবকে কল্যাণকারী বলা হয়, তিনি হলেন বিন্দু। পরম পিতা পরমাত্মার রূপ হল স্টার। সোনার অথবা রুপোর ছোট স্টার তৈরি করে টীকা লাগানো হয়। বাস্তবে সেইটি হল একুরেট , স্টার থাকেও ভ্রুকুটির মধ্যিখানে। কিন্তু মানুষের এই জ্ঞান নেই। কেউ আবার ত্রিশূল দেয়। ত্রিনেত্রী , ত্রিকালদর্শী স্বরূপের চিহ্ন অর্থাৎ দিব্য দৃষ্টি , দিব্য বুদ্ধির চিহ্ন দিয়ে দেয়। এখন বাচ্চারা তোমাদের এইসব কথার জ্ঞান রয়েছে। তোমরা যদি চাও স্টার লাগাতে পারো। আমাদের চিহ্ন হল সাদা স্টার। আত্মার রূপও হল এমন স্টার সম। বাবা সব রহস্য বোঝাচ্ছেন। সাবধানও করছেন। বী. কে. হল তারা যারা প্রতিজ্ঞা করেছে যে পাপ কর্ম কখনও করবেনা। এই কথাটি মনে রাখতে হবে। কারো মনে দুঃখ দেবেনা। যদি কাউকে দুঃখ দাও তবে শিববাবার সন্তান নও। শিববাবা আসেন সুখ প্রদান করতে। সেখানে যথা রাজা রানী তথা প্রজা -- সবাই একে অপরকে সুখ দিয়ে থাকে। এখানে সবাই হল শ্যাম বর্ণ, কাম কাটারী চালাতে থাকে। এইটি হল একে অপরকে দুঃখ দেওয়ার দুনিয়া। সত্যযুগ হল একে অপরকে সুখ দেওয়ার দুনিয়া। বোঝানো উচিত যে আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছি। আমরা কোনো পাপ করিনা। নাহলে পূণ্য আত্মাদের দুনিয়ায় এত উঁচু পদ মর্যাদা লাভ করা হবেনা। প্রত্যেকে নাড়ি দেখে বোঝা যায় যে সে আমাদের কুলের কিনা।

আমরা বলি ভগবানুবাচ তো গায়ন আছে যে আমি তোমাদের রাজ যোগ শেখাই। ভগবান তো এক নিরাকারকেই বলা হয়। তিনি কবে এসে রাজ যোগ শেখাবেন ? নিশ্চয়ই যখন নতুন দুনিয়া স্থাপন হবে । নতুন দুনিয়ার জন্যে অবশ্যই পুরানো দুনিয়ায় আসতে হবে। ভগবানুবাচ -- আমি তোমাদের

রাজ যোগ শেখাই। কোথাকার জন্যে ? নরকের জন্য কি ? পবিত্র দুনিয়ার জন্যে। ভগবানুবাচ-- আমি তোমাদের রাজার রাজা করি। বল কবে এসেছিলেন , তিনি কে ছিলেন, আবার কবে আসবেন ? নিশ্চয়ই সত্যযুগের জন্যে শেখাবেন। খুবই সহজ কথা। কিন্তু যদি কারো ভাগ্যে না থাকে তবে বুদ্ধিতে কথাটা বসবেনা। যেমন গরম তাওয়া (যার উপরে জল টেকে না) । তখন বুঝতে হবে তারা আমাদের সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী কুলের নয় যদিও প্রজার সংখ্যা তো অনেক বেশি। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি ৫ হাজার বছর পরে বাবার কাছে বর্সা নিতে ফিরে আসা বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কখনও কারো মনে দুঃখ দেবেনা। প্রতিজ্ঞা করতে হবে কখনও কোনো পাপ কর্ম করবে না । সর্বদা সুখ দান করবে।

২) কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো উল্টো কর্ম করবে না । বাবা ও দাদার মতানুযায়ী নিজের কর্মের বোঝা কম করতে হবে।

বরদান :- নিজেকে বদলে নেওয়ার ভাবনা দ্বারা সব কথায় বিজয় লাভকারী সফলতা স্বরূপ হও ।

ব্যাখা: সেবার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সঙ্গে মিলে মিশে চলার লক্ষ্য থাকলে , নিজেকে বদলে নেওয়ার ভাবনা থাকলে সব কথায় সহজেই বিজয়ী হতে পারবে। অন্যজন বদলে যাক -- এই রূপ চিন্তাধারা হলে ভুল হয়ে যাবে তাই আমায় বদলাতে হবে , আমায় করতে হবে , প্রথমে সব কথায় নিজেকে এগিয়ে দাও। অভিমানে নয়, কার্য করতে এগিয়ে থাকো তাহলেই সফলতা নিশ্চিত। যে মোল্ড হতে জানে সে রিয়েল গোল্ড হয়।

স্লোগান - যেমন চোখে আলো(নূর) থাকে তেমনই বুদ্ধিতে শিব পিতার স্মরণ যেন সমায়িত থাকে ।